সান্ধ্য জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল
e-paper :www.epaper.jagobangla.in /DigitalJagoBangla /jagobangladigital /jago_bangla www.jagobangla.in

ছাত্রীর মৃত্যু

কানপুরের আইআইটির ছাত্রীর মৃত্যুতে নয়া মোড়। আত্মহত্যার আগে অনলাইনে নাইলন দড়ি কেনে মৃতা। ছাত্রী কেন এই সিদ্ধান্ত নিলেন তা নিয়ে ধোঁয়াশায় পুলিশ। চলছে হস্টেলের বাকিদের জিজ্ঞাসাবাদ

ল্যান্ডার বিক্রমের অবস্থান নিশ্চিত করে ফেলল নাসা

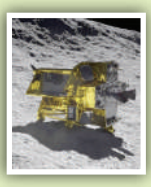

রিজার্ভ কামরায় হামলার মুখে মহিলা গার্ড, নিরাপত্তাহীনতায় খোদ রেলকর্মীরাই

বর্ষ - ১, সংখ্যা ২৩৯ ● ২০ জানুয়ারি, ২০২৪ ● ৫ মাঘ ১৪৩০ ● শনিবার ● ২ পাতা ● Vol. 1, Issue - 239 ● JAGO BANGLA ● SATURDAY ● 20 JANUARY, 2024 ● 2 Pages

সর্বধর্ম মিছিলে যোগ দেবে
সনাতন ব্রাহ্মণ ট্রাস্ট

■ সাংবাদিক বৈঠকে পশ্চিমবঙ্গ সনাতন ব্রাহ্মণ ট্রাস্টের সদস্যরা।

প্রতিবেদন : আগামী ২২ জানুয়ারি মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে সর্বধর্ম মিছিলে যোগ দিতে চলেছে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সনাতন ব্রাহ্মণ ট্রাস্ট। তাদের স্পষ্ট বক্তব্য, রাম মন্দির নিয়ে রাজনৈতিক প্রচার নয়, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সর্বধর্ম সমন্বয়ের পথেই হাঁটবে তারা। একই সঙ্গে রাজ্যের প্রতিটি ব্লকে মিছিল করবে তারা। পশ্চিমবঙ্গ সনাতন ব্রাহ্মণ ট্রাস্টের সম্পাদক তপনকুমার মিশ্র শনিবার সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বলেন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আহ্বানে সাড়া দিয়ে আমরা সর্বধর্ম মিছিলে পা মেলাব। তাঁর কথায়, ২৩টি জেলার প্রত্যেক ব্লকে ভূদেব মণ্ডলী অর্থাৎ জেলা সংগঠনের সদস্যরা মিছিল করবেন। হাজরার সংহতি যাত্রায় শামিল হবেন ভূদেব মণ্ডলীর নেতৃত্বে। রাম মন্দির উদ্বোধনকে সামনে রেখে বিভাজনের রাজনীতি করছে বিজেপি। গোটা দেশ জুড়ে উগ্র ধর্মীয় মেরুকরণের রাজনীতিকে মোটেই ভাল চোখে দেখছে না দেশবাসী। রামের নামে এই ধরনের ঘৃণ্য রাজনীতির কড়া সমালোচনা করছে বিভিন্ন হিন্দু সংগঠন। সনাতন ব্রাহ্মণ সমাজও তাদের বিশাল সাংগঠনিক দক্ষতা দিয়ে আগামী ২২ তারিখ বুঝিয়ে দেবে বাংলায় অন্ধ ধর্মান্ধতার কোনও জায়গা নেই।

২২-এ সর্বধর্ম মিছিল, জনজোয়ারে ভাসবে তিলোত্তমা, প্রস্তুতি জোরকদমে

প্রতিবেদন : ২২-এ সর্বধর্মের মিছিলে জনজোয়ারে ভাসবে কলকাতা। হাজরা থেকে পার্ক সার্কস ময়দান পর্যন্ত মিছিল হলেও সেদিন গোটা মহানগরী কার্যত উপচে পড়বে এই মিছিলে। নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্যোগে সর্বধর্ম সমন্বয়ের এই পদযাত্রায় সামনের সারিতে থাকবেন সব ধর্মের ধর্মগুরুরা। একাধিক হিন্দু সংগঠন যোগ দেবে এই মহামিছিলে। শুধু কলকাতা নয়, গোটা বাংলা জুড়ে ব্লকে ব্লকে ওই সর্বধর্ম মিছিল হবে। সেই সব মিছিলেও সব ধর্মের প্রতিনিধিরা সামনের সারিতে থাকবেন। ওই দিন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মিছিল শুরুর আগে ঠিক বিকেল ৩টেয় কালীঘাট মন্দিরে পুজো দেবেন। এরপর হাজরা মোড় থেকে শুরু হবে মিছিল। বালিগঞ্জ ফাঁড়িতে কিছুক্ষণের জন্য মিছিল দাঁড়াবে। কাছের একটি গুরুদ্বারে প্রার্থনা করবেন নেত্রী। এরপর মিছিল পৌঁছবে সোজা পার্ক সার্কাস ময়দানে। সেখানে একটি গির্জা ও একটি মসজিদেও প্রার্থনা করবেন তিনি। এ ছাড়া ওইদিন কলকাতার সমস্ত মন্দির-মসজিদ-গির্জাতেও যাতে প্রার্থনা হয় সেই ব্যবস্থা করছেন। মিছিল শেষে পার্ক সার্কাস ময়দানে বিশাল জনসভায় বক্তব্য রাখবেন সব ধর্মের প্রতিনিধিরা। এই সভার মঞ্চে কোনও রাজনৈতিক নেতৃত্ব থাকবেন না। নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দীর্ঘদিন বাদে কলকাতার রাজপথে একটি বিশাল মিছিলের নেতৃত্ব দেবেন। (এরপর ২ পাতায়)

বিজেপির নির্লজ্জ বঞ্চনা, তবু গ্রামীণ মহিলাদের কর্মসংস্থানের নজির

কেন্দ্র আটকাল ৭৬০০ কোটি, তা সত্ত্বেও স্বনির্ভর প্রকল্পে বরাদ্দ ৩০ হাজার কোটি

প্রতিবেদন : বাংলার প্রতি কেন্দ্রীয় বঞ্চনা সত্ত্বেও কর্মসংস্থান ও উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রাজ্যে। আবাস যোজনা, একশো দিনের কাজ, স্বাস্থ্য মিশন-সহ একাধিক প্রকল্পের টাকা আটকে দেওয়ার পর বাংলার প্রতি বঞ্চনার নির্লজ্জ নজির গড়ে কৃষকদের ধান কেনার জন্য বাংলার প্রাপ্য ৭৬০০ কোটি টাকাও আটকে দিয়েছে কেন্দ্র। কেন্দ্রীয় সরকার বাংলার প্রতি চূড়ান্ত অমানবিক বঞ্চনার রেকর্ড তৈরি করা সত্ত্বেও গ্রামীণ মহিলাদের কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে অবিচল মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার।

মুখ্যমন্ত্রীর মানবিক সিদ্ধান্ত

কেন্দ্রের মোদি সরকার নানা উপায়ে বাংলাকে ভাতে মারার চেষ্টা করছে। কিন্তু বাংলার মানুষের পেটে লাথি মেরে কি ২০২৪-এর ভোট পকেটে পুরতে পারবে তারা? কেন্দ্রীয় বঞ্চনায় মোদি সরকারের প্রতি বাংলার মানুষ তিতিবিরক্ত। বিজেপির বিরুদ্ধে গণরোষ তৈরি হচ্ছে। এরপর রাজ্য সরকারগুলি যদি জিএসটিবাবদ অর্থপ্রদান বন্ধ করে দেয়, তখন কেন্দ্র কোথায় যাবে? এই প্রশ্নও উঠতে শুরু করেছে। এবার বাংলার প্রাপ্য ৭৬০০ কোটি টাকা আটকে দিল কেন্দ্র। এই টাকা দিয়ে বাংলার সরকার কৃষকদের কাছ থেকে সরাসরি ধান কিনত। এরপর কেন্দ্রের এই নির্লজ্জ ভূমিকাকে ছেড়ে কথা বলবেন না কৃষকরাও! রাজ্য প্রধানমন্ত্রীর ছবি লাগাতে রাজি না হওয়ায় যদি এই প্রতিহিংসা হয়, তার জবাবও শীঘ্রই পাবে তারা।

এই পরিস্থিতিতেও উন্নয়নের ধারা বজায় রেখে মা-মাটি-মানুষের সরকার আসন্ন অর্থবর্ষে বাংলার স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলাদের ৩০ হাজার কোটি টাকা ঋণ দেওয়ার লক্ষ্যমাত্রা রেখেছে। এর ফলে রাজ্যের ১১ লক্ষ ৮০ হাজার গোষ্ঠী উপকৃত হবে। পঞ্চায়েত ও সমবায় মন্ত্রী প্রদীপ মজুমদার স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলাদের উৎপাদিত সামগ্রী নিয়ে সৃষ্টিশ্রী মেলার উদ্বোধন করতে এসে বলেন, কেন্দ্রের বঞ্চনা সত্ত্বেও গ্রামীণ অর্থনীতি এগিয়ে চলেছে রাজ্যে। গোষ্ঠীর কাজ এখন গ্রামে বিকল্প কর্মসংস্থানের পথ দেখাচ্ছে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দেখানো পথে হেঁটেই গ্রামীণ শিল্পীদের তৈরি নানা (এরপর ২ পাতায়)

অযোধ্যায় যাবেন না নাগা সাধুরা

প্রতিবেদন : শঙ্করাচার্যের পর এবার অযোধ্যা থেকে মুখ ফেরালেন গঙ্গাসাগরের নাগা সাধুরাও। অযোধ্যার রাম মন্দির উদ্বোধনের আমন্ত্রণ পত্রকে প্রত্যাহার করলেন গঙ্গাসাগরের নাগা সাধুরা। তাঁদের কথায়, আমন্ত্রণ পাওয়ার পরেও সাধুকুলের আচার্য গুরুর সম্মান পায়নি। এ ছাড়াও জগৎগুরু শঙ্করাচার্য— সেখানেও তাঁদের সম্মান নেই, সাধু সম্প্রদায় মানুষদেরও সম্মান নেই তাই কোনও নাগা সাধুরাই তাঁদের প্রাপ্য সম্মান না পাওয়ায় অযোধ্যার রাম মন্দির উদ্বোধনে যাবেন না। এ ছাড়াও নাগা সাধুরা প্রশ্ন তোলেন, এটা কী ধরনের রাম মন্দির উদ্বোধন? প্রধানমন্ত্রী একাই পুজো করবেন ও একাই উদ্বোধন করবেন। কোনও হিন্দু মহাসভাও ডাক পায়নি।

কুয়াশামাখা ঠান্ডা অব্যাহত রাজ্যে

প্রতিবেদন : গত কয়েকদিন ধরে জেলা থেকে শহর, যেভাবে তাপমাত্রা নামছে তাতে ফের জাঁকিয়ে শীতের অনুভূতি মিলতে পারে রাজ্যবাসীর। বৃহস্পতিবার কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ১৯.২ ডিগ্রি সেলসিয়াস। স্বাভাবিকের থেকে ৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস কম। শুক্রবার তা আরও কমে হয় ১৬.১ ডিগ্রি সেলসিয়াস। আর শনিবার শহর কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা হয়েছে ১৪.৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস। যা শুক্রবারের তুলনায় আরও দেড় ডিগ্রি সেলসিয়াস কম। ফলে শনিবার সকালেও কলকাতা ও শহরতলিতে ছিল শীতের কামড়। জেলাগুলিতে ঠান্ডার দাপট ছিল আরও বেশি।

মাঝে কয়েকদিনের বিক্ষিপ্ত বৃষ্টি। তারপর মেঘ কাটতেই ফের দাপিয়ে ব্যাটিং শুরু করেছে শীত। এরই মধ্যে শুষ্ক আবহাওয়ার সঙ্গে ফিরছে শীত। কমতে শুরু করেছে রাতের তাপমাত্রাও।

আবহাওয়া দফতরের পূর্বাভাস, আপাতত শীতের মাঝে কোনও অকাল বৃষ্টির সম্ভাবনা নেই। সকালের দিকে কুয়াশার দাপট চলবে। বেলা বাড়লে হালকা রোদ ওঠতে পারে।

সান্ধ্য জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল
২
২০ জানুয়ারি ২০২৪
শনিবার

বিকেলের TOP 10

রাজ্য

- রাজ্যের উত্তর থেকে দক্ষিণে ঘন কুয়াশার ইঙ্গিত, উত্তরে বৃষ্টির সম্ভাবনা।
- তমলুকের কাছে মাঝরাতে লাইনচ্যুত মালগাড়ি, ব্যাহত রেল চলাচল।
- শহরে মধুচক্র রুখতে বিশেষ ব্যবস্থা কলকাতা পুলিশের।
- ভোররাতে নেতরা স্টেশন লাগোয়া চামড়ার গুদামে বিধ্বংসী আগুন।
- রবিবার হাওড়া থেকে একগুচ্ছ লোকাল ট্রেন বাতিল।
- বহরমপুর বাইপাসের ধারে উদ্ধার হোটেল মালিকের দেহ।
- কেরলে কাজ করতে গিয়ে মৃত ডোমকলের পরিযায়ী শ্রমিক।
- ঘন কুয়াশার জেরে দুর্ঘটনা, বেলকোবায় নয়ানজুলিতে পড়ল ট্রাক।
- শিলিগুড়িতে আগ্নেয়াস্ত্র-সহ গ্রেফতার ৫ দুষ্কৃতী।
- চোপড়ায় ডাম্পারের ধাক্কায় মৃত ডিউটি ফেরত সিভিক ভলিন্টিয়ার।

দেশ

- তৃতীয় দলিত বিচারপতি পেতে চলেছে সুপ্রিম কোর্ট, কলেজিয়ামের অনুমোদনে উঠল নাম।
- সামনেই ভোট, হেমন্ত সোরেনের বাসভবনে ইডি, চলছে জিজ্ঞাসাবাদ।
- রাম মন্দির উদ্বোধনের আগে দেশের ৩৪৩ স্টেশনকে সাজাল রেল।
- গুজরাতে কংগ্রেস থেকে ইস্তফা বিধায়ক সি জে ছাবরার।
- নয়ডায় জিম থেকে ফেরার পথে প্রকাশ্যে গুলিবিদ্ধ হয়ে খুন যুবক।
- রিপোর্টে বেহাল শিক্ষার চিত্র, সরব কংগ্রেস।
- এক দেশ-এক ভোট সংসদীয় গণতন্ত্রকে ধ্বংস করবে, বলল আপ।
- রামমন্দির উদ্বোধনের দিন ছুটি ঘোষণা রিলায়্যান্সের!
- দলবিরোধী কাজের জেরে মধ্যপ্রদেশের ১৫০ নেতাকে শোকজ নোটিশ কংগ্রেসের।
- ২৮ বছর পর ফের ভারতে অনুষ্ঠিত হতে চলেছে মিস ওয়ার্ল্ড প্রতিযোগিতা।

বিদেশ

- ইরানে বায়ুসেনার মহড়া শুরুর পরেই সুর নরম পাকিস্তানের! এই প্রথম মুখ খুললেন পাক প্রধানমন্ত্রী।
- কেন হঠাৎ সংঘাতের ঘনঘটা ইরান-পাকিস্তানে? বালুচিস্তান নয়, 'বারুদ' লুকিয়ে অন্য শহরে।
- তৈরি হচ্ছে মাইকেল জ্যাকসনের বায়োপিক, প্রকাশ্যে ফার্স্টলুক, মুখ্য চরিত্রে কে অভিনয় করছেন?
- 'পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে' আনতে রাজি ইরান-পাকিস্তান! প্রকাশ্যে যৌথ বিবৃতি, যুদ্ধের আশঙ্কা কি কমল?
- প্যালেস্টাইনকে মানব না, ঘোষণা নেতানিয়াহুর
- হামলা চালিয়ে গাজার বিশ্ববিদ্যালয় ধুলোয় মিশিয়ে দিল ইজরায়েল।
- এবার চাঁদে পা রাখল জাপান, তবে ইসরোকে টেক্কা দিতে পারল না 'মুন স্নাইপার', কেন?
- মালদ্বীপ থেকে সরবে ভারতীয় সেনা? বিতর্কের মধ্যে বিদেশমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠক জয়শংকরের
- 'ইরানকে পছন্দ করে না কেউ', মত বাইডেনের, পাকিস্তানপ্রীতি বাড়ছে আমেরিকা?
- দক্ষ কর্মীর খোঁজে জার্মানি।

খেলা

- চোট সারেনি, বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ নিতে লন্ডন যাচ্ছেন মহম্মদ শামি।
- সানিয়া মির্জার সঙ্গে বিচ্ছেদের জল্পনার মধ্যেই পাক অভিনেত্রী সানা জাভেদকে বিয়ে করলেন শোয়েব মালিক।
- ইংল্যান্ড লায়ন্সের বিরুদ্ধে ভারত 'এ' দলে ডাক পেলেন রিঙ্কু সিং ও তিলক ভার্মা।
- অস্ট্রেলিয়ান ওপেনের চতুর্থ রাউন্ডে কার্লোস আলকারেজ।
- প্রি-সিজন ফ্রেন্ডলি ম্যাচে ইন্টার মায়ামির জার্সিতে মাঠে নামলেন মেসি-সুয়ারেজ।
- গ্লোব সকার অ্যাওয়ার্ডসে ট্রফি জয়ের হ্যাটট্রিক রোনাল্ডোর।
- লাজিওকে হারিয়ে ইতালিয়ান সুপার কাপের ফাইনালে ইন্টার মিলান।
- লখনউ সুপারজায়ান্টসের হয়ে আইপিএলে কিপিং করবেন কে এল রাহুল।
- বাড়তি আগ্রাসন নয়, টি-২০-তে নিজের স্বাভাবিক ব্যাটিং করুক বিরাট, বলছেন শ্রীকান্ত।
- পাক বোর্ডের চেয়ারম্যানের পদ থেকে ইস্তফা জাকা আশরফের।

শিল্প নিয়ে বিরোধীদের মিথ্যাচার আজ প্রমাণিত

প্রণাম ধর
অধ্যাপক

(বুধবারের পর)

আর শিল্পপ্রসঙ্গে আসতে হলে তো জমি অধিগ্রহণ প্রসঙ্গ চলেই আসে। নিন্দুকেরা তো এটা বলেই অভ্যস্ত যে, বর্তমান তৃণমূল কংগ্রেস পরিচালিত মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকারের কারণেই শিল্প অর্থাৎ টাটাদের প্রস্তাবিত টাটা ন্যানো কারখানা পশ্চিমবঙ্গ থেকে চলে যেতে বাধ্য হল। এ অবশ্যই উদ্দেশ্যপ্রণোদিত মিথ্যাচার। তবে আসল ইতিহাসটা অনেকেরই অজানা। খুব সহজ কথায় বলতে গেলে আমার বাবা যদি কাউকে কোনও জমি মিথ্যা কথা বলে বিক্রয় করে থাকেন এবং ক্রেতা যদি জমি কেনার পরও যে কারণে তা কেনা হয়েছে সেই কাজে ব্যবহার করতে না পারেন তাহলে আমি বাবার অবর্তমানে ক্রেতাকে তার জমির দাম ফেরত দিতে বাধ্য থাকব। বিশদে বুঝিয়ে বলতে গেলে এই জমি অধিগ্রহণের ভুল এবং তার দায় বাম সরকারকেই নিতে হবে। কারণ ২০০৮ সালে টাটা মোটরস প্রস্তাবিত ছটি জায়গার মধ্যে হুগলির সিঙ্গুরের চাষযোগ্য জমিটিকেই তাদের প্রস্তাবিত টাটা ন্যানো তৈরির কারখানার জন্য উপযুক্ত হিসেবে বেছে নিয়েছিল।

তখনকার বাম সরকার ১৮৯৪ সালের ভূমি অধিগ্রহণ আইনের ৯(১) ধারা অনুসারে যে ভুল অনুশাসন দেখিয়েছিল তার ফলস্বরূপ টাটা কোম্পানি ৯৯৭ একর অর্থাৎ প্রায় ৪.০৩ কিলোমিটার জমি তাদের প্রস্তাবিত ন্যানো কারখানার জন্য অধিকরণ করে। কিন্তু প্রকৃত জমি অধিগ্রহণ আইনে বলা আছে যে চাষযোগ্য জমি গ্রহণ করতে গেলে ওই জমির চাষীদের বা কৃষক মালিকদের পূর্ব অনুমোদন প্রয়োজন। যদি তা না পাওয়া যায় হলে তাদের অনিচ্ছুক কৃষক বলা হয়। এই অনিচ্ছুক কৃষকদের কাছ থেকে কোনওভাবেই জমি অধিগ্রহণ করা সম্ভব নয়।

(চলবে)

বৈষম্যের রাজনীতি করে না তৃণমূল, প্রমাণ দিল ধূপগুড়ি

প্রতিবেদন : কথা দিলে কথা রাখে তৃণমূল গত বছর ২ সেপ্টেম্বর অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন ধূপগুড়িকে পৃথক মহকুমা হিসেবে স্বীকৃতি দেবেন। আর সেই কথাই রাখল তৃণমূল। শনিবার রাজ্যের সাধারণ সম্পাদক কুণাল ঘোষ বলেন, ধূপগুড়িকে আলাদা মহকুমা করার অন্যতম উদ্দেশ্য যাতে এলাকায় আরও উন্নয়ন সম্ভব হয়। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই আলাদা মহকুমা করার আবেদন এক মাসের মধ্যে বিধানসভায় প্রস্তাব হিসেবে পাশ হয়, এরপর মুখ্যমন্ত্রীর নেতৃত্বে গোটা প্রক্রিয়া চলতে থাকে। মাঝে কিছু আইনি জট হয়েছিল। এরপর প্রধান বিচারপতিকে ফোন করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী যাতে দ্রুত বিষয়টি মিটে যায়। অবশেষে উদ্দেশ্য সফল হয়েছে। তৃণমূল কংগ্রেস কোনও বৈষম্যের রাজনীতি করে না, ধূপগুড়ি তার প্রমাণ।

সাংবাদিক বৈঠকে কুণাল ঘোষ, বীরবাহা হাঁসদা, নির্মলচন্দ্র রায়। শনিবার তৃণমূল ভবনে।

তবে শুধু ধূপগুড়ি নয় এর আগে ২০১৬-য় দ্বিতীয়বার ক্ষমতায় আসার পর রাজ্য সরকার বানারহাট ব্লক করে দিয়েছে। সার্বিক উন্নয়নের জন্য যে ধূপগুড়িকে আলাদা মহকুমা করার দরকার ছিল তা নিয়ে একমাত্র তৃণমূল কংগ্রেস ভেবেছে। এখন মানুষ খুশি। সেখান থেকে সেলিব্রেশনের খবর আসছে। রাজ্যের সাধারণ সম্পাদকের কথায়, বিজেপি মানুষের পাশে থাকে না। প্রত্যন্ত এলাকায় মানুষের পরিষেবা-পরিকাঠামো-উন্নয়নের যে দাবি রয়েছে তাতে সাড়া দিচ্ছে একমাত্র তৃণমূল কংগ্রেস। বাকিরা কেউ কুৎসা, কেউ এজেন্সি, কেউ ধর্মের রাজনীতি করছে। কিন্তু মানুষের উন্নয়নে রোটি কাপড়া মকানের রাজনীতি একমাত্র তৃণমূল কংগ্রেস করছে।

এদিন গদ্দার অধিকারীকে তীব্র কটাক্ষ করেন কুণাল ঘোষ। বলেন, রাম মন্দিরের আড়ালে এখন হনুমান সাজতে চাইছে গদ্দার। ২০২৩ সালের বিদ্যুৎ ব্যাহত হওয়ার নোটিফিকেশন নিয়ে ট্যুইট করলেন ২০২৪ সালে, আবার সেটা ডিলিটও করে দিলেন। উনি প্রলাপ বকছেন। বিভ্রান্তি সৃষ্টি করছেন। সংহতি মিছিল আটকাতে হাইকোর্টে গিয়ে আদালতের চড় খেয়েছেন।

তাঁর স্পষ্ট বক্তব্য, হিন্দু মানেই বিজেপি নয়। ভগবান রামের অনেক ভক্ত আছে যারা বিজেপি করে না। শুভেন্দু সিবিআই-এর স্ট্যাম্প লাগানো হিন্দু। গ্রেফতারি এড়াতে বিজেপিতে গিয়ে বসে আছে। শুভেন্দু আর বিজেপি, জালি হিন্দু। কুণালের প্রশ্ন, মোদি-অমিত শাহ-জেপি নাড্ডা কি শঙ্করাচার্যদের থেকে বড় হিন্দু? রাজনীতিবিদরা প্রাণপ্রতিষ্ঠা করেছে আর পুরোহিতরা বাদ!

নৈহাটিতে মেম্বারশিপ ড্রাইভ কর্মসূচি

সংবাদদাতা, নৈহাটি : তৃণমূল কংগ্রেসের সোশ্যাল মিডিয়া ও আইটি সেলের উদ্যোগে শনিবার দুপুরে নৈহাটি পুরসভার সমরেশ বসু হলে অনুষ্ঠিত হল মেম্বারশিপ ড্রাইভ কর্মসূচি। উপস্থিত ছিলেন আইটি সেলের রাজ্য সভাপতি দেবাংশু ভট্টাচার্য, সেচমন্ত্রী পার্থ ভৌমিক, দমদম-বারাকপুর সাংগাঠনিক জেলা যুব তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি দেবরাজ চক্রবর্তী-সহ আইটি সেলের রাজ্য নেতৃত্ব। এদিন প্রায় সাড়ে তিনশো জনকে নতুন সদস্য হিসেবে যোগদান করানো হয়। আই সেলের ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা নিয়ে একাধিক সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

নৈহাটিতে মেম্বারশিপ ড্রাইভ। উপস্থিত পার্থ ভৌমিক, দেবাংশু ভট্টাচার্য, দেবরাজ চক্রবর্তী প্রমুখ।

হলদিয়া উন্নয়ন পর্ষদের নয়া কমিটি

প্রতিবেদন : হলদিয়া উন্নয়ন পর্ষদের কমিটি পুনর্গঠিত হল। পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত এই কমিটির পদাধিকারী ও সদস্যরা হলদিয়া উন্নয়ন পর্ষদ পরিচালনা করবেন। ১৮ জানুয়ারি তৈরি হওয়া এই কমিটির চেয়ারম্যান হয়েছেন জ্যোতির্ময় কর, দুজন ভাইস চেয়ারম্যান হয়েছেন সাধন জানা ও শেখ সুফিয়ান। পদাধিকার বলে এই কমিটির সদস্য মনোনীত হয়েছেন হলদিয়ার পুরপ্রধান, পূর্ব মেদিনীপুর জেলা পরিষদের সভাধিপতি। কমিটিতে আছেন অমিয়কান্তি ভট্টাচার্য, সুকুমার দে, নন্দকুমার মিশ্র প্রমুখ। থাকছেন অর্থ, পুর ও নগরোন্নয়ন, শিল্প ও বাণিজ্য দফতরের প্রতিনিধিরাও। এ ছাড়া কমিটিতে থাকছেন জেলাশাসক, কলকাতা বন্দর কর্তৃপক্ষের ডেপুটি চেয়ারম্যান, ইন্ডিয়ান অয়েল কর্পোরেশনের নিবাহী পরিচালক, হলদিয়া উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের প্রধান নিবাহী আধিকারিক।

বারাসতে শুরু হল সমস্যা সমাধান-জনসংযোগ কর্মসূচি। শনিবার বাড়ি বাড়ি গিয়ে মানুষের সমস্যার কথা শুনে তা মেটালেন জেলাশাসক শরদকুমার দ্বিবেদী।

কেন্দ্র আটকাল ৭৬০০ কোটি

(প্রথম পাতার পর)

সামগ্রী কর্মসংস্থানের নয়া দিশা দেখাচ্ছে। শুধু যে বাংলার মহিলারা আত্মনির্ভরতার হচ্ছেন তা নয়, তাঁরা দেশকে পথ দেখাচ্ছে। উল্লেখ্য, কলকাতার বুকে ১২ দিন ধরে চলা মেলায় ২৩ কোটি টাকার সামগ্রী বিক্রি হয়েছে। চলতি অর্থবর্ষে স্বনির্ভর দলের সদস্যরা ব্যবসা করার জন্য ২১ হাজার কোটি টাকা ঋণ নিয়েছিল। এবার তা আরও বৃদ্ধি করা হচ্ছে।

২২-এ সর্বধর্ম মিছিল

(প্রথম পাতার পর)

স্বাভাবিক ভাবেই কাতারে কাতারে মানুষ এসে জড়ো হবে সেই মিছিলে। ইতিমধ্যেই তার প্রস্তুতি শুরু হয়ে গিয়েছে। সাংগঠনিকভাবে তৈরি গোটা দল। এ ছাড়াও পরিস্থিতি ও সময়ের দাবি অনুযায়ী অসংখ্য মানুষ এই মিছিলে ধর্মগুরুদের সঙ্গে নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে পা মেলাবেন। কৃষ্টি-সংস্কৃতি অনুযায়ী বাংলা চিরকালই সব ধর্মের মানুষকে আপন করে নিয়েছে। এটাই বাংলার চিরাচরিত চেহারা।

সম্পাদক : সুখেন্দুশেখর রায়
● সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষে ডেরেক ও'ব্রায়েন কর্তৃক তৃণমূল ভবন, ৩৬জি, তপসিয়া রোড, কলকাতা ৭০০ ১০০ থেকে প্রকাশিত। সিটি অফিস : ২৩৪/৩এ, এজেসি বোস রোড, পঞ্চম তল, কলকাতা ৭০০ ০২০